রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৩, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯শে চৈত্র, ১৪০১/১২ই এপ্রিল, ১৯৯৫

এস, আর, ও, নং ৫৭-আইন/৯৫—Commissions of Inquiry Act, 1956 (Act No. VI of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, দেশে উদ্ভূত সাম্প্রতিক সার-সংকটের কারণসমূহ ও দায়-দায়িত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জনাব বদরুল ইসলাম চৌধুরীকে লইয়া একটি এক-সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করিল।

২। কমিশন উহার দায়িত্ব পালনকালে উক্ত Act এর section 4 এ বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে ; এবং উক্ত ক্ষমতা ছাড়াও কমিশন যে কোন ব্যক্তিকে, উক্ত ব্যক্তি আপাততঃ প্রচলিত কোন আইনের যে সকল বিশেষ অধিকার ও সুবিধাদি দাবি করিতে পারেন তাহা সাপেক্ষে, উহার মতে তদন্তের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বা সংশ্লিষ্ট হইতে পারে এইরূপ যে কোন প্রশ্নে বা বিষয়ে তথ্য প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে।

৩। উক্ত কমিশনের যে কোন কার্যধারা Penal Code, 1860 (Act V of 1860) এর section 193 এবং 228 এর মর্মানুযায়ী বিচার বিভাগীয় কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। কমিশনের কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপঃ—

(অ) সারের সার্বিক চাহিদা, উৎপাদন, মওজুদ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন পরিস্থিতি পর্যালোচনা ;

(আ) সার-উৎপাদন, মওজুদ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় বিশ্লেষণ ;

মূল্য : টাকা ১.০০

(ই) সার-সংকটের কারণ নির্ণয় ;

(ঈ) সার-সংকট মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা ;

(উ) সার-সংকটের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ;

(ঊ) ভবিষ্যতে যাহাতে অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

৫। কমিশন এই প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সরকারের নিকট উহার প্রতিবেদন পেশ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর্জা আসাদুজ্জামান আল-ফারুক
সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।